বিশ্ববীক্ষা

সপ্তম বর্ষ ॥ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা
১৪০৬

অখিল ভারত ভূবিদ্যা ও পরিবেশ সমিতি

আমরা সফল সেট্‌লার। আজ মধ্য আন্দামানের কদমতলা বসতির বিজয়কুমার ভক্ত, উত্তরা গ্রামের সুশীল ঢালি, মানিকচন্দ্র দাসের পরিবারের সকলের ভোর হয় ঠাসবুনোট দিনলিপি দিয়ে। ভারতের আর পাঁচটা গ্রামের মতো ব্যস্ততায় দিন পার হয়ে যায় তাদেরও। সরকারের দেওয়া নামটা ছাড়া সেট্‌লার বলে ওনাদের ভাবতে বেশ ধাক্কা খেতে হয়। চাষবাস, ঘর-সংসার, তিথি-পার্বন নিয়ে নিশ্চিতে দিন পার করে দিচ্ছেন এইসব গ্রামের মানুষরা।

উপসংহার ঃ সবশেষে বলতে হয় পৃথিবী বিখ্যাত রুট্‌স (Roots) মহাগ্রন্থের কৃষ্ণাঙ্গ লেখক অ্যালেক্স হেলি যেমন সহজভাবে তার গবেষণার ফলাফল বিশ্ববাসীকে জানিয়েছিলেন যে কুন্টা কিন্টে ছিলেন তাঁর অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ। যিনি আফ্রিকার গাম্বিয়া রাষ্ট্রের জুফুর গ্রামের মানুষ। তাঁকে ১৭৬৭ সালে আমেরিকায় আনা হয়েছিল দাস হিসাবে। ঠিক তেমনি পুনর্বাসন প্রকল্পের মাধ্যমে এখানে আসা সকলেই সহজভাবে ও আত্মসম্মানের সঙ্গে বলে থাকেন—আমরা আসলে উদ্বাস্তু। আমাদের শিকড় কিন্তু বাংলাদেশে।

Abstract : A successful rehabilitation Programme of India

This paper deals with the problems of oustees. The people who are evicted mainly due to political decison. Like other nations India is experiencing this problem from its independence. To overcome the emerging problems various rehabilitation programmes have been introduced by India Government. Present author has highlighted a successful planning i. e. rehabilitation of refugees from Bangladesh in Andaman islands. The hardship of refugee life have proved to be a boon in disguise to them. This has lead to hardwork and perseverance towards a better life. Here author would like to mention that this rehabilitation is a successful programme in Indian planning context.

Dr. Malay Mukhopadhyay, Dept. of Geography, Visva-Bharati, Santiniketan-731235

বিশ্ববীক্ষা
৭ম বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা

রাণীগঞ্জ অঞ্চলে নারীদের অবস্থান

ইরা ঘোষ
কুন্তলা লাহিড়ী দত্ত

রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে ক'লকাতা থেকে আনুমানিক ২৫০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এটি ভারতের সর্বাপেক্ষা পুরনো খনি অঞ্চল। ১৭৭৪ সালে এখানেই প্রথম কয়লা উত্তোলন করা হয়। প্রথম দিকে কয়লা উত্তোলন কার্য অতি ধীর গতিতে চললেও, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রধানত রেল যোগাযোগ স্থাপিত হবার পরেই, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, স্বদেশী-বিদেশী বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার তত্ত্বাবধানে কয়লা-খনি অঞ্চলটি দ্রুত প্রসার লাভ করে। এই বেসরকারী সংস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বেঙ্গল কোল কো., (Bengal Coal Company), ইক্যুইটেবল কোল কো. (Equitable Coal Company) আপকার এণ্ড কোঃ প্রমুখ (ঘোষ, ১৯৯৫)। এই সময় এখানে শ্রমিক চাহিদাও দারুণ বৃদ্ধি পায়।

রাণীগঞ্জ অঞ্চলের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তদানীন্তন 'জঙ্গল মহল' নামে পরিচিত এই অঞ্চলে জনবসতি ছিল খুবই বিরল। সাঁওতাল ও বাউড়ি শ্রেণীর জনজাতিরাই প্রধানত থাকতেন এখানে (হান্টার, ১৮৭৭, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৩)। তাঁদের দৈনন্দিন জীবন ও অর্থনীতি ছিল জঙ্গল ও ছোটো ছোটো ক্ষেতে কৃষিকার্যের ওপর নির্ভরশীল। সেই আদিবাসি সমাজে নারীর মর্যাদাও ছিল যথেষ্ট। এই অঞ্চলে কয়লাশিল্প স্থাপন ও প্রসারকালে কয়লা উত্তোলণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমিক চাহিদা পূরণ করতে এই আদিবাসিরাই অগ্রণী ভূমিকা নেন। এঁদের মধ্যে বাউড়ি সম্প্রদায়ের মহিলারাই প্রথম শ্রমিক রূপে খনন কার্যে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে সাঁওতাল, কোল, কোরা, ভুঁইয়া গোষ্ঠীভুক্ত মহিলারাও খনিশিল্পে শ্রমিক রূপে যোগদান করেন। তবে এক জনজাতির নারী অন্য জনজাতির পুরুষের সঙ্গে কাজ করতেন না। ফলে পেশাটি প্রায় পারিবারিক হয়ে দাঁড়ায়। পুরুষেরা সাধারণত কয়লা কাটতেন, আর মহিলারা ঝুড়িতে করে বাইরে বের ক'রে আনতেন। শিশুরাও অনেক সময় কয়লা বাছাই-এর কাজ করতো (রায় চৌধুরী, ১৯৯৬)।

১৯০১ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত কয়েকটি বছরের মুখ্য খনি পরিদর্শকের বার্ষিক সমীক্ষাপত্র আমরা পেয়েছি (সারণী নং ১)। তাতে দেখা যাচ্ছে যে সেই সময় কয়লা শিল্পে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল সক্রিয়। কিন্তু ১৯২৯ সালে ভূ-গর্ভস্থ খনিতে নারী শ্রমিক নিযুক্তি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার কারণে ব্রিটেন ও ভারতে একই সঙ্গে নিষিদ্ধ করা হয়। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উপনিবেশিক সরকার বাংলা ও বিহারে

গবেষিকা, ভূগোল বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান।
অধ্যাপিকা, ভূগোল বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান।

প্রকশনা দপ্তরে রচনাটি জমা পড়ে
৬ই ভাদ্র ১৪০৫

খনিগুলিতে নারী খনিজীবী নিয়োগের বিষয়টিকে অনুমোদন করেন, কারণ সেই সময় কয়লার চাহিদা নিদারুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিক সঙ্কট দেখা দেয় (দেশপাণ্ডে, ১৯৪৬)।

সারণী নং—১

সাল	কয়লা শিল্পে মোট পুরুষ শ্রমিক সংখ্যা	কয়লা শিল্পে মোট নারী শ্রমিক সংখ্যা	মোট শ্রমিকের শতকরা নারী	মোট নারী শ্রমিকের মধ্যে ভূ-গর্ভস্থ খনিতে শতকরা নারী
১৯০১	৫৫৬৮২	২৬৫২০	৩২·২৬	৬৫·২৩
১৯০৪	৭৫৫৯৮	৩২১৬৩	২৯·৮৫	৪৯·৫৬
১৯০৮	৬৯৯৯৮	৪৩১৭২	৩৮·১৫	৫৮·৮৩
১৯১৩	৭৬৯৫৬	৪৬১২৯	৩৭·৪৮	৬৭·০৩
১৯১৮	১০৮৪২৮	৬৫০৭৩	৩৭·৫১	৬৬·৭৭
১৯২১	১১৫৯৮২	৭০৮৩১	৩৭·৯২	৫৯·৫৩

স্বাধীনতার পর দেখা যায় কয়লা শিল্পে নারীদের যোগদান খুবই সীমিত হয়ে পড়েছে। এর মূলে ছিল ১৯৫২ সালের খনি শিল্প আইন। এর মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ খনি নারী শ্রমিক নিয়োগ আবার বন্ধ করে দেওয়া হয় (রাও, ১৯৯৪)।

১৯৭২ সালে রাষ্ট্রীয়করণের পর রাণীগঞ্জ অঞ্চলের সিংহভাগ খনিই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডস্ লিমিটেড (Eastern Coalfield Ltd) বা ই সি· এল. (E C.L.)-এর অধীনে চলে যায়। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত প্রাপ্ত তাঁদের কর্মী পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লা শিল্পে নারী শ্রমিক সংখ্যা পুরুষের তুলনায় খুবই সামান্য। শুধু তাই নয়, পরিসংখান অনুযায়ী এই শ্রমিক সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে এবং ততোধিক হ্রাস পাচ্ছে নারী শ্রমিক সংখ্যা (সারণী নং – ২)। এর মূল কারণ হ'ল নিয়োগ-নীতি। সাম্প্রতিককালে শুধুমাত্র দুটি পদ্ধতিতেই নারী শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রথমতঃ স্বামী অথবা পরিবারের অন্য কোনো পুরুষ কর্মীর মৃত্যুতে সহানুভূতির ভিত্তিতে। দ্বিতীয়তঃ জমিচ্যুত হওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ রূপে। তবে এক্ষেত্রে এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অলিখিত নীতি হ'ল যে উপযুক্ত পুরুষ কর্মী না পাওয়া গেলে তবেই কোনো নারীকে বিবেচনা করা। কর্মী হিসাবে যেহেতু পুরুষরাই প্রাধান্য পাচ্ছেন, তাই কয়লা শিল্পে নারীর সংখ্যা অতি দ্রুত নিম্নমুখী হয়ে পড়ছে। এই নিযুক্তি পদ্ধতি ছাড়াও নারী শ্রমিক হ্রাসের আরও কিছু কারণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্পে নারীদেরই বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ ই· সি· এল-এর চলতি রীতি অনুসারে নারী কর্মীরা স্বেচ্ছায় তাঁদের কর্মপদে পরিবারের কোনো সক্ষম পুরুষকে উন্নীত করতে পারেন। তৃতীয়তঃ অতি সাম্প্রতিককালে

দেখা যাচ্ছে যে খনিশিল্প কর্তৃপক্ষ সহানুভূতির ভিত্তিতেও কোনো নারী শ্রমিক নিয়োগ করতে চাইছেন না। তার বদলে তাঁদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ নিতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের অভিমত—

১) আধুনিক খনন শিল্প বিভিন্ন জটিল যন্ত্রপাতির ওপর নির্ভরশীল এবং এখানে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। তাই এই কাজে নারীরা একেবারেই অনুপযুক্ত।

২) সহানুভূতির ভিত্তিতে চাকুরি পাওয়া মহিলাদের অনেকের কাজ করবার মানসিকতাই থাকে না।

৩) এমনিতেই খনন শিল্পে নারীদের কর্মক্ষেত্র সীমিত হয়ে গেছে, কারণ ভূগর্ভস্থ খনিতে তাঁদের নিয়োগ এখন শ্রম আইন দ্বারাই নিষিদ্ধ।

৪) কোলিয়ারীতে কাজ করার জন্য কায়িক পরিশ্রম করার ক্ষমতা আবশ্যিক। নারীরা এখানে পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে।

৫) এখন নারী-পুরুষ শ্রমিকের সমমজুরী স্বীকৃত। এই কারণেও নারী শ্রমিক নিয়োগ আর আগের মতো লাভজনক নেই।

কয়লা শিল্পের অর্থনৈতিক দিকটি দেখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার জি. সি. বাভেজার-এর তত্ত্বাবধানে একটি অনুসন্ধানকারী কমিটি গঠন করেন। ১৯৭৯ বাভেজা কমিটি যে রিপোর্টটি পেশ করেন তাতে তাঁরাও কয়লা শিল্পকে অর্থকরী করতে নারী শ্রমিক নিয়োগের বিপক্ষে মত দেন (বাভেজা, ১৯৭৯)।

সারণী নং—২

সাল	ই. সি. এল -এর মোট শ্রমিক সংখ্যা	মোট শ্রমিক বৃদ্ধি/ হ্রাসের অনুপাত*	শতকরা নারী শ্রমিক	নারী শ্রমিক বৃদ্ধি/ হ্রাসের অনুপাত*
১৯৮০	১৮৫২৩০	১০০·০০	৯·৬৯	১০০ ০০
১৯৮২	১৯০১৩৯	১০২·৬৫	৭·৬৯	৯০·৮২
১৯৮৪	১৯১৬৮৩	১০৩ ৪৮	৭ ৮৭	৯৩·৭৪
১৯৮৬	১৯০৭৯৭	১০৩·০১	৭·৭১	৯১·৩৬
১৯৮৮	১৮৬২৩২	১০০·৫৪	৭·২০	৮৪·৬২
১৯৯০	১৭৮৭০৪	৯৬·৪৮	৭·০০	৮০·০০
১৯৯২	১৭৫৫৯৫	৯৪·৮০	৭·০০	৭৬·৪১
১৯৯৪	১৭১৭২৭	৯২ ৭১	৭·২৭	৭৭·৬১
১৯৯৬	১৬১৭৩৪	৮৭·৩২	৬·১১	৬১·৩৮

*১৯৮০ সালে শ্রমিক সংখ্যাকে ১০০·০০ ধরে তার ভিত্তিতে বৃদ্ধি / হ্রাসের অনুপাত।

(সূত্র : ই. সি. এল)

এই সমস্ত কারণে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে আধুনিক কয়লা শিল্পে নারীরা অবাঞ্ছিত হয়ে গেছেন। স্বাধীনতার আগে পুরনো প্রযুক্তির খনিগুলিতে কায়িক পরিশ্রমের ওপর নির্ভরতা ছিল বেশি। তখন অধিকাংশ খনিজীবীই ছিলেন অদক্ষ। সেই সময় কয়লা উৎপাদনে আদিবাসি মহিলাদের যথেষ্ট অবদান থেকেছে। প্রযুক্তি উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন কমে গেল। এই অঞ্চলের সেই সব নারী শ্রমিকেরা নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নিতে নিজেদের দক্ষতা বাড়ানোর কোনও সুযোগ পেলেন না (মিত্র, ১৯৭৯)। ফলে আধুনিক খনন শিল্পে তাঁরা প্রয়োজনীয়তা হারালেন এবং আর্থিক ও সামাজিক, দুদিক দিয়েই প্রান্তিক হয়ে পড়লেন (লাহিড়ী দত্ত ও ঘোষ, ১৯৯৬)।

সর্বত্র দেখা গেছে যে অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলিতে এবং অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন যে সব কাজ, সেখানেই নারীদের নিযুক্তি কিছু বেশি। কারণ অপেক্ষাকৃত কম পারিশ্রমিকেও তাঁরা কাজ করতে রাজি থাকেন। রাণীগঞ্জ অঞ্চলেও এই বিষয়টি লক্ষ্য করা গেছে। উপনিবেশিকতার আমলে, কয়লা উত্তোলনে নিযুক্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির লভ্যাংশ বাড়ানোই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কয়লা কাটার কাজগুলি পুরুষ শ্রমিকের জন্য নির্ধারিত হ'লেও, অপেক্ষাকৃত কম শক্তির প্রয়োজন যে কাজে, অর্থাৎ কয়লা তোলা, পরিবহন ও বাছাই করার কাজগুলিতে তাই কম পারিশ্রমিকে নারী ও শিশু শ্রমিকই নিয়োগ করা হ'ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে একজন পুরুষ খনিজীবীর মজুরী দৈনিক আট পয়সা (দু আনা) ছিল, সেখানে নারী ও শিশু শ্রমিকরা কাজ করতেন যথাক্রমে দৈনিক ৫ পয়সা ও ৩ পয়সা মজুরিতে (প্রসিডিংস, ১৯১১)। ১৯৫৪ সালের জাতীয় শিল্প শ্রমিক আইন দ্বারা নারী পুরুষ নির্বিশেষে যখন থেকে সমমজুরি ধার্য্য হ'ল, তখন থেকেই নারী শ্রমিকরা হয়ে গেলেন কর্তৃপক্ষের চোখে 'অপটু'।

যেই আদিবাসি নারীরা এক সময় বাংলা / বিহারের খনিগুলিতে অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরাই খনন শিল্পে প্রযুক্তিগত উন্নতি ও শিল্প শ্রমিক আইনের প্রবর্তনের পর একটা বিরাট কর্মক্ষেত্র হারালেন। এছাড়া কয়লা শিল্পের প্রসার, রেল যোগাযোগের উন্নতি, রাণীগঞ্জ অঞ্চলে ক্রমে শিল্পোন্নয়ণের জোয়ার এনে নিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত লৌহ ও ইস্পাত (কুলটি ও বার্ণপুর) ভারি যন্ত্রপাতি (বার্ণপুর, চিত্তরঞ্জন) অ্যালুমিনিয়াম (জয়করনগর) কারখানা, কাগজ কল (রাণীগঞ্জ), ডিষ্টিলারি (আসানসোল) ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্প গড়ে ওঠে। এগুলির শ্রমিক চাহিদা মেটাতে বাইরে থেকে প্রচুর দক্ষ শ্রমিকের আগমণ হয়। ব্যবসা বাণিজ্য, পরিবহণ, নির্মাণ শিল্পগুলিও এর ফলে বৃদ্ধি পায়। আজ রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের দক্ষিণ অংশটি জি. টি. রোড (G. T. Road) ইষ্টার্ণ রেলওয়ে (Eastern Railways) ধরে, বরাকর থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত প্রায় সমস্তটাই নগরায়িত হয়ে গেছে (রায়, ১৯৯৩)। গত কয়েক দশক ধ'রে এই অঞ্চলে আগত অধিবাসীদের সংখ্যা আদি বাসিন্দাদের সংখ্যাকে অনেকখানি ছাপিয়ে গেছে।

আজকের সংগঠিত সরকারী খনন শিল্পে নারীদের গুরুত্ব কমে যাওয়ায়, তাঁরা নতুন গ'ড়ে ওঠা অনিয়মিত ক্ষেত্রগুলিতেই কাজের সন্ধান করছেন। যে পেশাগুলিতে নারীদের বেশি দেখা যাচ্ছে, সেগুলি হ'ল—

১) পরিত্যক্ত খনিগুলিতে কয়লা সংগ্রাহকের কাজে।

২) নতুন গ'ড়ে ওঠা শিল্প-নগরাঞ্চলগুলিতে পরিচারিকা হিসেবে।

৩) নগরাঞ্চলে বর্জ্য পদার্থ তথা প্লাষ্টিক, কাঁচ, কাগজ কুড়ানোর কাজে।

৪) তাছাড়া ঠিকাদারের অধীনস্থ কর্মচারী হয়েও এঁরা নানাধরণের কাজে যুক্ত থাকেন। যেমন— বাড়ি ও রাস্তা তৈরী, পাথর ভাঙার কলে পাথর বাছাই করা, ইঁট ভাঁটা ও চুনাপাথরের কারখানাতে বিভিন্ন কাজ।

৫) এছাড়া কয়লা শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কয়েকটি ক্ষেত্র যেমন ব্লক্ষষ্টিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় বোমা তৈরীর কাজও কিছু কিছু গ্রামে মহিলারাই করে থাকেন। এটি কাজোরা এলাকার গ্রামাঞ্চলে প্রায় কুটির শিল্পের রূপ নিয়েছে।

এই সমস্ত কাজগুলি যথেষ্ট পরিশ্রমের। কিন্তু অনিয়মিত এই ক্ষেত্রগুলিতে আয় সেই তুলনায় অনেক কম। অথচ আজকের বাজার অর্থনীতি ও তার ওপর গ'ড়ে ওঠা আধুনিক সমাজে নারী পুরুষের সামাজিক পদমর্যাদা অনেকাংশেই নির্ভর করে অর্থনীতিতে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা যা পরিমাপ করা হয় তাঁর কাজের আর্থিক মূল্য দিয়ে। আদিবাসি সমাজের জীবনধারণ অর্থনীতিতে মানুষের সামাজিক পদমর্যাদা দৈনন্দিন জীবনে তাঁর কাজকর্মের ওপর নির্ভরশীল। রাণীগঞ্জ অঞ্চলের পুরাতন আদিবাসি সমাজে তাই নারীর মর্যাদাও ছিল। কয়লা শিল্পাঞ্চলটিতে আজকের বাজার অর্থনীতিতে নারীর কোনো অর্থনৈতিক ভূমিকা নেই কারণ তাঁর সাংসারিক কাজকর্মের মূল্য টাকায় পরিমাপ করা হয় না। তাই সামাজিকভাবেও নারীরা আজ উপেক্ষিত হচ্ছেন। শোষণের মাত্রা তফসিলি জাতিভুক্ত ও দারিদ্র সীমার আশেপাশে বসবাসকারী নারীদের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে বিহার থেকে আগত বেশ কিছু অধিবাসিও আছেন। বিবাহ বিচ্ছেদ, একাধিকবার বিবাহ, বেশ্যাবৃত্তি, মত্ততা ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক অন্যায়, অনাচারের শিকার এরা। উপরন্তু একাধিক সন্তানের জননী হয়েও এঁরা অনেকে বিভিন্ন কারণে সংসারের একক কর্তা ও একমাত্র উপার্জনকারী।

এটা ঠিক যে শহরাঞ্চলগুলিতে নারীরা বিভিন্ন সেবামূলক কাজকর্মে, বিশেষ করে শিক্ষিকা অধ্যাপিকা, নার্স, ডাক্তার, কর্মসচিব, আয়া, বেয়ারা, ঝাড়ুদারনী হিসেবে কাজ করছেন। কিন্তু এঁদের সংখ্যা নগন্য।

তাছাড়া খনিশিল্পের প্রসারে রাণীগঞ্জ অঞ্চলের পরিবেশগত পরিবর্তনেরও অন্যতম বলি হয়েছেন নারীরা। অবৈতনিক কর্মীরূপে সংসারের তিনটি বড় প্রয়োজন, যথা—জ্বালানি, জল ও জাবের কথা তাঁদের মাথায় রাখতে হয়। জ্বালানি হিসেবে কয়লা সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হ'লেও, বাকি দুইটি আবশ্যিক বস্তুরই এই অঞ্চলে দারুণ অভাব দেখা দিয়েছে। ভূগর্ভস্থ খনির দরুণ বহু জায়গাতে জলস্তর নেমে গেছে। জঙ্গলও নিঃশেষ হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় তাই সাংসারিক কাজকর্ম ও পানীয় জলের এবং পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে।

এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে নারীদের সামাজিক অবস্থান আজ অনেক নীচে নেমে গেছে। এর কারণ নারীর অর্থকরী কাজে সুযোগ ও গৃহস্থালী কাজের অবদানের সামাজিক স্বীকৃতির অভাব। তাঁদের শিক্ষা ও কাজের ক্ষেত্র বাড়িয়ে তুলে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার প্রয়োজনীয়তা আছে। এখন যেহেতু খনন শিল্পে মুক্ত খাদের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, সেহেতু এখানে নারী শ্রমিক নিয়োগ করা যেতে পারে। এটা আশার কথা যে খনন শিল্প কর্তৃপক্ষও আজ এই নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করছেন। খোট্টাডি প্রকল্পের মুক্তখাদে মহিলা কর্মীদের দায়িত্বপূর্ণ কাজে লাগিয়ে খনন শিল্প কর্তৃপক্ষ সফল হয়েছেন। প্রশিক্ষণের পর সোদপুর, কুনুস্তরিয়া, নিয়ামতপুর এলাকাগুলিতেও নারীরা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চালানোর কাজ করছেন (ই. সি এল, ১৯৯৭)। এর ফলে নারীরা দক্ষ কর্মী হিসেবেও নিজেদের কর্মকুশলতা প্রমাণ করতে পারছেন।

রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চল জুড়ে আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সমাজের প্রতিটি স্তরে সামাজিক সুযোগ-গুলির প্রসার ঘটাতে আরও অনেক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলা প্রয়োজন। এখানেও নারীরা বড় ভূমিকা নিতে পারেন। সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন তার অর্ধাংশ অর্থাৎ নারীদের বাদ দিয়ে হ'তে পারে না। তাই প্রান্তিক অবস্থান থেকে রাণীগঞ্জ অঞ্চলের নারীদের তুলে এনে তাঁদেরও উন্নয়নের পথে সংযুক্ত করতে হবে।

গ্রন্থপুঞ্জী

১) ই. সি. এল (১৯৯৭) **'ডেভেলপমেণ্ট অফ উইমেন এমপ্লইস'** রিপোর্ট, মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, ই. সি এল, ডিসেরগড়।

২) ঘোষ, ইরা (১৯৯৫) **মাইনিং ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড দি ইমার্জেণ্ট আরবান সিনেরিয়ো ইন দ্যা রাণীগঞ্জ কোলবেল্ট, বর্ধমান ডিস্ট্রিক, ওয়েষ্ট বেঙ্গল,** এম এ ডিগ্রি প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত অপ্রকাশিত আলোচনাপত্র, ভূগোল বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান।

৩) দেশপাণ্ডে. এস আর (১৯৪৬) **'রিপোর্ট অফ এন এনকোয়ারি ইনটু কণ্ডিশনস্ অফ লেবার ইন দ্যা মাইনিং ইণ্ডাস্ট্রি ইন ইণ্ডিয়া,'** দিল্লী।

৪) **পসিডিংস অফ দ্যা অনারেবল লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণার অফ বেঙ্গল ইন কাউন্সিল,** সেপ্টেম্বর, ১৯১১, জেনারেল ডিপার্টমেণ্ট, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্লেস, ক্যালকাটা।

৫) বাভেজা, জি সি (১৯৭৯) **স্পটলাইট অন কোল ঃ রিপোর্ট অফ দ্য কমিটি অন ইকোনমিক্স ইন দ্য প্রডাকসন অফ কোল,** গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়া বুক এক্সচেঞ্জ, ক্যালকাটা পৃষ্ঠা - ২৬।

৬) মিত্র, অশোক (১৯৭৯) **দ্যা স্টেটাস অফ উইমেন ঃ হাউস হোল্ড এণ্ড নন্ হাউসহোল্ড ইকোনমিক অ্যাবিটভিটি** অ্যালাইড পাবলিশার্স, নিউ দিল্লী।

৭) রায় চৌধুরী, রাখী (১৯৯৬) **'জেণ্ডার এণ্ড লেবার ইন ইণ্ডিয়া ঃ দ্যা কামিনস অফ ইষ্টার্ণ কোলমাইনস,** মিনারভা, কলকাতা।

৮) রাও, পি শেচাগিরি (১৯৯৪) **'ল অফ মাইনস এণ্ড মিনারেলস,'** সপ্তম সংস্করণ, এশিয়া ল হাউস, হায়দ্রাবাদ।

৯) রায়, বি, কে (১৯৯৩) 'আরবান করিডোরস ইন ইণ্ডিয়া,' বিদ্যুৎ মহান্তি সম্পাদিত **'আরবানাই-জেশন ইন ডেভেলপিং কানট্রিস ঃ বেসিক সারভিসেস এণ্ড কমিউনিটি পারটিসিপেশন'** আই এস এস ও কনসেপ্ট, নিউ দিল্লী, পৃষ্ঠা ১২৫—১৩৫।

১০) লাহিড়ী দত্ত, কুন্তলা ও ইরা ঘোষ (১৯৯৬) **'এ উইম্যানস প্লেস ? এ স্টাডি অন দ্যা রোল এণ্ড স্টেটাস অফ উইমেন ইন রাণীগঞ্জ কোলবেল্ট, বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট, ওয়েষ্ট বেঙ্গল'**. টেক্‌নিক্যাল রিপোর্ট-৩, রিসার্চ প্রজেক্ট-মাইনিং ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ইমপ্যাক্ট অন এনভায়রনমেণ্ট, ভুগোল বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

১১) হাণ্টার, ডাব্লু ডাব্লু (১৮৭৭, পূণর্মুদ্রণ ১৯৭৩) **'এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউণ্ট অফ বেঙ্গল,** ভল্যুম ফোর, ডিষ্ট্রিক্টস অফ বর্ধমান, বাঁকুড়া এণ্ড বীরভূম, ট্রবনার এণ্ড কোম্পানী, লণ্ডন, পুনর্মুদ্রণ করেছেন ডি. কে পাবলিশিং হাউস, দিল্লী।

Abstract :

The Raniganj coal belt, the oldest coal mining region of India, is 250 kilometres north-west of Calcutta. In this coal belt, it is observed that women have been neglected in mining operation over the last several years. The increasing trend of market economy, mechanisation in mining has been on increase in marginalisation among women. The growing perception of this sort of neglect tend to make more ecological conscious. The problem and crisis of environment and day to day life are closely related more with the women then men. Therefore the constraints in the way of inclusion of women in mining activity should be eradicated through awareness, mass education and policy change.

Dr. Kuntala Lahiri Dutt, Dept. of Geography, University of Burdwan.

Smt. Ira Ghosh, Dept. of Geography, University of Burdwan.